যায়যায়দিন

তারিখ 14 SEP 2007 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

২২

ঢাকা ইউনিভার্সিটি

২ শিক্ষক ১৩ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট

যাযাদি রিপোর্ট

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় করা দুটি মামলায় ওই ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. সদরুল আমীন ও জগন্নাথ হলের প্রো-ভিসি ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকসহ পলাতক ১৩ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের সব সম্পত্তি জব্দেরও আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট এস এম ফেরদৌস আহমেদ এ আদেশ দেন। শাহবাগ থানায় করা মামলা দুটির চার্জ শিট গ্রহণ শেষে আদালত এ আদেশ দেন।

গ্রেফতারি পরোয়ানা ও মালামাল জব্দের আদেশপ্রাপ্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্রদল সভাপতি হাসান মামুন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, শামসুন্নাহার হলের ছাত্রদলের সভাপতি তানজিন চৌধুরী লিলি, রোকেয়া হলের ছাত্রদল সভাপতি শাহিনুর নার্গিস, কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রলীগ সভাপতি অর্পণা পাল, মোঃ সামসুল কবির রাহাত, রিফাত হোসেন রিংকু,

পৃঃ ২ ›› ক ৭

২ শিক্ষক ১৩ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এ এইচ এম কামরুল হাসান কচি, মোঃ নজরুল ইসলাম রাসেল, আবিদ হাসান মৃদুল, আনোয়ার, কামরুজ্জামান এবং রোকনুজ্জামান তালুকদার বাবু।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় করা ১৩টি মামলার চার্জ শিটে ইউনিভার্সিটির চার শিক্ষকসহ মোট ৩৬ জনকে আসামি করা হয়। তাদের মধ্যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুনুর রশীদসহ মোট ১২ জনকে পুলিশ আটক করেছে। ছাত্র বিক্ষোভ ও সহিংস ঘটনায় ঢাকার বিভিন্ন থানায় মোট ৫৩টি মামলা করা হয়েছিল। শাহবাগে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় মামলা করা হয় দুটি।

২৩ আগস্ট জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় শাহবাগ থানায় করা ৫৩ ও ৫৪ নাম্বার মামলার চার্জ শিট দাখিল করেন শাহবাগ থানার এসআই সিরাজুল ইসলাম ও বাবুল হোসেন ভূইয়া। প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও প্রফেসর হারুনুর রশীদকে ৫৪ নাম্বার মামলায় এবং অন্য দুই শিক্ষক প্রফেসর সদরুল আমীন ও প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিককে ৫৩ নাম্বার মামলায় আসামি করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর এ দুটি মামলার চার্জ শিট আদালতে দাখিল করা হয়।